দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 27 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৬ ...

বইয়ের অগ্রযাত্রা ও বইমে

পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো আরও একটি বইমেলা। মেলা বলতে নির্ভেজাল উৎসবের চিত্রকল্পে বিষাক্ত দাগ লাগিয়েছিল অভিজিতের হত্যাকারীরা। তাদের হাত আরও প্রসারিত হয়েছে এরপর প্রকাশক হত্যা ও আহত করার মধ্যদিয়ে। তাতে থেমে নেই প্রকাশনা শিল্প। স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলা বইমেলা ২০১৬ তার প্রমাণ।

ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তেরো বছর পর ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড অভারতীয়দের ব্যাকরণনির্ভর বাংলা শেখানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বাংলা ভাষার প্রতি অপরিসীম মমতা থেকে নয়, এ দেশে বাণিজ্য করতে এসে স্থানীয় ভাষায় অভ্যস্ত হতে না পারলে অসুবিধা অনেক। এটুকু বোঝার কাণ্ডজ্ঞান থেকে ওই উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।

যে ছাপা মেশিনের কারণে বাঙালীদের কাছে হ্যালহেড স্মরণীয় হয়ে আছেন সেই ছাপা মেশিনের বিবর্তনের সঙ্গে বাংলা ভাষার প্রকাশনা জগতও আজ অনেক বিকশিত। অনেক বেশি প্রফেশনাল। আর দশটা পণ্য নিয়ে বাঙালী ব্যবসায়ী যেখানে পুরোপুরি পেশাদার হতে পারে না সেখানে বইয়ের মতো পণ্য নিয়ে এগোনো কি সম্ভব? এ প্রশ্ন পেছনে ফেলে দেশের প্রকাশনা জগত আজ অনেক দূর এগিয়েছে। 'প্রকাশনা শিল্প' কথাটা অনায়াসে উচ্চারণ করা যাচ্ছে আমাদের দেশেও। এর পেছনে অমর একুশে বইমেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার এ শিল্পের গতি দ্রুত বাড়িয়েছে। প্রকাশনার পেছনের কাজ ও ঝামেলা অনেক কমেছে। খুব অল্প সময়ে বাজারজাত করা যায় বলে প্রচুর বই বাজারে

মিলু শামস

আসছে। ভেতরে বিষয় যাই থাক প্রকাশনার মান বেড়েছে, প্রকাশকের সংখ্যা বেড়েছে। শিক্ষিত তরুণরা এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এতে আধুনিকতার ছোঁয়া আছে পুরো মাত্রায়। স্বাধীনতার আগে ও পরে নানা সঙ্কট পেরিয়ে প্রকাশনা শিল্প এগিয়ে চললেও ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার এক লাফে একে এগিয়ে দিয়েছে অনেক দূর। টেলিভিশনের ঝড়ো হাওয়ার ঝাপ্টায় চেনা পরিবেশ অচেনা হয়ে ওঠা ও তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত বিকাশে বারবার সেই প্রশ্নটিই উঠেছে- বই কি হারিয়ে যাবে? ভেঙ্গে পড়বে কি প্রকাশনা শিল্পের ভিত? সব আশঙ্কা পাশ কাটিয়ে প্রকাশনা শিল্পের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করেছে যে, বই হারাবে না। প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে বই সাংঘর্ষিক নয়। বরং এর ব্যবহার বইয়ের উৎকর্ষ বাড়িয়েছে। বই উৎপাদনের সঙ্গে জড়িতদের পেশাদার হওয়ার সুযোগ হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিয়েছে। লেখার এবং কেনার প্রবণতাও এতে বেড়েছে। যে কেউ যে কোন বিষয় নিয়ে লিখছে। রান্না, রূপচর্চা, ফ্যাশন, লাইফস্টাইল- সব কিছু নিয়ে বই হচ্ছে আজকাল। দশম শ্রেণীতে পড়ুয়ারও দুটো কবিতা কিংবা গল্পের বই, গৃহবধূর দু'খানা লাইফস্টাইল বা রান্নাবিষয়ক বই, চাকরিজীবীর গদ্য-পদ্য মিলিয়ে হাফ ডজন বই থাকা আজকাল প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা। কিছু লিখলেই তা নিখুঁত বই হয়ে আসছে সহজেই। এই বিপুলসংখ্যক বই চিন্তা বা মননশীলতার জগতে কি অবদান রাখছে-, তা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলেও প্রকাশনা শিল্প বিকাশে অবদান রাখছে। যার অর্থ বই এক লাভজনক পণ্যে পরিণত হচ্ছে।

বাংলা একাডেমির পরিসংখ্যান মতে, দু'হাজার চৌদ্দয় একুশের বইমেলায় নতুন বই এসেছিল তিন হাজার ছয় শ' উনসত্তরটি, আর বিক্রি হয়েছিল ছাব্বিশ কোটি টাকার। ক্রেতা-পাঠকের উপস্থিতিও নাকি ছিল আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি। মাসজুড়ে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষের আগমন হয়েছিল মেলা প্রাঙ্গণে। একাডেমির জরিপে বেরিয়ে এসেছে- আটাশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুধু বাংলা একাডেমিরই বিক্রি হয়েছে বিরাশি লাখ তেপ্পান্ন হাজার টাকার বই। সে বছর বই এসেছিল তিন হাজার তেরোটি। গতবছর মেলায় এসেছিল চার হাজারের বেশি বই। দেখা যাচ্ছে, ধারাবাহিকভাবে বইয়ের সংখ্যা ও বিক্রি দুই-ই বাড়ছে।

বাংলা একাডেমির পরিসংখ্যান মতে, দু'হাজার চৌদ্দয় একুশের বইমেলায় নতুন বই এসেছিল তিন হাজার ছয় শ' উনসত্তরটি, আর বিক্রি হয়েছিল ছাব্বিশ কোটি টাকার। ক্রেতা-পাঠকের উপস্থিতিও নাকি ছিল আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি। মাসজুড়ে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষের আগমন হয়েছিল মেলা প্রাঙ্গণে

গত বছর বা তার আগের বছর বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জানিয়েছিলেন, "একুশের বইমেলার ইতিহাসে এবারই প্রথম মেলা হবে 'প্রকাশকদের মেলা।' প্রকাশকদের বাইরে এবার কোন স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়নি। 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'র নীতিমালা মেনেই এবার মেলা পরিচালিত হচ্ছে। উটকো প্রকাশক, সংগঠনের নামে স্টল বরাদ্দ নিয়ে বই বিক্রির যে হিড়িক অন্যান্যবার থাকে এবার তা থাকছে না। এগুলো ঠিকঠাকভাবে মানা গেলে প্রকাশনায় ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।" পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো বইমেলা হিসেবে পরিচিত ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা ও প্রকাশকদের মেলা। প্রায় পাঁচ শ' বছরের পুরনো এ আন্তর্জাতিক বইমেলার প্রথম তিন দিন বরাদ্দ প্রকাশক এবং প্রকাশনার সঙ্গে জড়িতদের জন্য। এ তিন দিন অন্য কারও মেলায় প্রবেশ নিষেধ। চার বছর আগের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দু'হাজার নয় সালে এ মেলায় চার লাখের মতো বই এসেছিল। অংশ নেয়া প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল তিন শ' চৌদ্দ। এসব পরিসংখ্যান বইয়ের অগ্রগামী অভিযাত্রার চিত্রই তুলে ধরে।

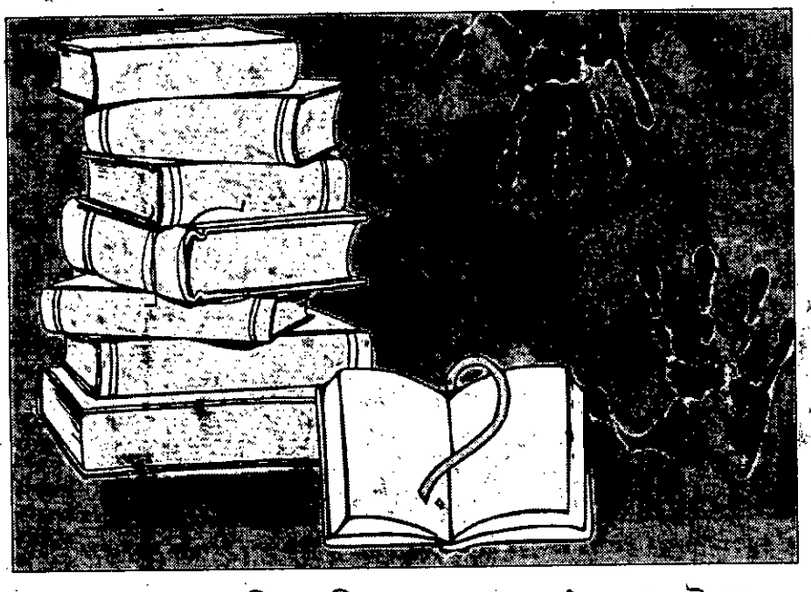

তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রকাশনা শিল্প যত দৃঢ় হচ্ছে, ভাল লেখকের ঘাটতি ততই প্রকট হচ্ছে। পাঠকের মান বাড়ানোর দায় খানিকটা লেখকের ওপরও বর্তায়। প্রকাশকদের দায়ও কিছু

প্রজাতন্ত্র দিবসে শৌর্য ও সাংস্কৃ ঐতিহ্য তুলে ধরল ভারত

ভারতের ৬৭তম প্রজাত
উদযাপিত হয়েছে মঙ্গল
উপলক্ষে নয়াদিল্লীর
সুশোভিত জমকালো প্রশস্ত
আয়োজিত কুচকাওয়াজ
করা হয়েছে দেশের সামরি
ও বহুমুখী সংস্কৃতিকে।
প্রধান অতিথি হিসেবে
ছিলেন সফররত
প্রসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদ
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অনলাইনে
৩৫তম ফরাসী পদাতিক
একটি দলকে এই
কুচকাওয়াজরত সেনা দলগু
নেতৃত্ব দেয়ার সম্মান দেয়
লটি পাখির পালক
শিরস্ত্রাণ পরে তাদের
প্রদর্শন করে। তাদের
সেনাদল পাইপ ব্যাগ ও
বাজিয়ে ডান হাত বুকে রে
অভিনব নিয়মে অভিবাদন
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
গেটে নাম না জানা
উৎসর্গকারী সৈন্যদের
নির্মিত অমর জোয়ান জ্যো
হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর
বিভিন্ন যুদ্ধে নিহত
ভারতীয় সৈন্যের সম্মানে
অর্পণ করেন। মোদি
গাড়িতে করে অভিবাদন স্থা
এবং রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি
প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাঁ
স্বাগত জানান। রাষ্ট্র
দেহরক্ষী অভিবাদন জা
ভারতের ত্রিবর্ণ একটি প
দলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে
সর্বোত্তম শৌর্যপদক অশো
প্রদানকালে এ জাতীয়
জানো হয়। এই বছর মরণে
পুরস্কার দেয়া হয় প্যার
রেজিমেন্টের ল্যান্সনায়েক
মোহন নাথ গোস্বামীকে। পুরস্কার
করেন গোস্বামীর বিধবা
কয়া গোস্বামী গত সেপ্টে